১৪.১.২. সংস্কার পরবর্তী সময়ে বা অর্থনৈতিক সংস্কার পরবর্তী সময়ে ভারতের শিল্প উন্নয়নের পর্যালোচনা (An Overview of Industrial Growth of India during Post-reform Period) :

প্রকৃতপক্ষে 1991 সাল হল ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের সময়। ভারত সরকার অর্থনৈতিক সংস্কারের এক দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ করে 1991 সালে। এই অর্থনৈতিক সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতিকে বাজারমুখী অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করা। প্রকৃত অর্থে 1980-এর দশকের মধ্যভাগ থেকেই ভারতীয় অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রিত অবস্থা থেকে মুক্ত করে উদারীকরণ অর্থনীতিতে রূপান্তর করার চেষ্টা শুরু হয়। 1991 সালের অর্থনৈতিক সংস্কার তার প্রকাশ মাত্র।

1991 সালের অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনে শিল্পক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় সেগুলি হল :

(১) জাতীয় স্বার্থের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছাড়া অন্যান্য শিল্পে লাইসেন্স প্রথা বিলোপ। বর্তমানে মাত্র পাঁচটি শিল্পের ক্ষেত্রে লাইসেন্স নিতে হয়।

(২) সরকারি ক্ষেত্রের প্রাধান্য হ্রাস করা হয়। এই উদ্দেশ্যে সরকারি শিল্প সংস্থার বেসরকারিকরণ, বিলগ্নিকরণ, বিলগ্নিনীতি প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে মাত্র তিনটি শিল্পকে সরকারি ক্ষেত্রের জন্য সংরক্ষণ করা হয়।

(৩) বেসরকারি ক্ষেত্রের প্রাধান্য বৃদ্ধি করা হয় এবং পরিকাঠামো সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে বেসরকারি ক্ষেত্রের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়।

(৪) বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের (FERA) অন্তর্ভুক্ত কোম্পানিগুলির প্রতি উদারতা প্রদর্শন করা হয়।

(৫) একচেটিয়া কারবার প্রতিরোধ আইন (MRTP)-এর অন্তর্ভুক্ত কোম্পানিগুলির প্রতি উদারতা দেখিয়ে নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়া হয়।

(৬) বাণিজ্য নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়ে অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত দ্রব্যের আমদানির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার নীতি গৃহীত হয়।

(৭) বিদেশি বিনিয়োগকারীদের প্রতি উদারতা দেখিয়ে ভারতের শিল্পক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ করার অবাধ সুযোগ করে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে ভারতে বাণিজ্য করার অবাধ সুযোগ দেওয়া হয়।

(৮) বিদেশি প্রযুক্তি গ্রহণ সম্পর্কে উদারতা দেখিয়ে বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে প্রযুক্তিগত চুক্তি ও প্রযুক্তির স্থানান্তর যাতে সম্পাদিত হয় তার জন্য 1991 সালের শিল্পনীতিতে ব্যবস্থা করা হয়।

(৯) ক্ষুদ্র শিল্পগুলির আর্থিক সাহায্যের জন্য ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক গঠিত হয়। তাছাড়া 20 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্র শিল্প প্রকল্পকে এক জানালা (Single Window) প্রকল্পে আনা হয়। এছাড়া ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য একটি রপ্তানি উন্নয়ন কেন্দ্র (Export Development Centre) গঠন করা হয়।

অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রভাবে ভারতীয় শিল্পের উপর কি প্রভাব পড়েছে তা পর্যালোচনার জন্য অর্থনৈতিক সংস্কারের ঠিক আগের দশকের (1980-81 থেকে 1991-1992) তুলনা করে দেখানো হল।

অর্থনৈতিক সংস্কারের ঠিক আগের দশকে (1980-81 সাল থেকে 1991-92 সাল পর্যন্ত) ভারতের শিল্প উন্নয়নের বার্ষিক গড় হার ছিল 7·8 শতাংশ। অর্থনৈতিক সংস্কারের পর 1992-93 সাল থেকে 1996-97 সাল পর্যন্ত ভারতের শিল্প উন্নয়নের বার্ষিক গড় হার হ্রাস পেয়ে 7·3 শতাংশ হয়। 1997-78 সাল থেকে 2001-02 সাল পর্যন্ত এই হার আরও হ্রাস পেয়ে বার্ষিক 5·0 শতাংশ হয়। 2002-03 সাল থেকে 2007-08 সাল পর্যন্ত এই হার বার্ষিক 8·2 শতাংশ হয়। 2007-08 সালে এই হার হল 8·5 শতাংশ। 2008-09 সালে এই হার হয় 2·7 শতাংশ এবং 2009-10 সালে 10·5 শতাংশ। কিন্তু 2010-11 সালে এই হার 8·2 শতাংশ, 2011-12 সালে এই হার 2·8 হয়েছে। 2012-13 সালে 1·0 এবং 2013-14 সালে 5·0 শতাংশ, 2014-15 সালে 5·9 শতাংশ, 2015-16 সালে 7·4 শতাংশ এবং 2016-17 সালে 5·2 শতাংশ হয়।

দ্রব্যভিত্তিক শিল্প উন্নয়নের হার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অর্থনৈতিক সংস্কারের আগের দশকে (1980-81 থেকে 1991-92 সাল পর্যন্ত) ভারতের মূলধনী শিল্পের উন্নয়নের বার্ষিক গড় হার ছিল 9·4 শতাংশ। 1994-95 সাল থেকে 2004-05 সাল পর্যন্ত এই হার হয় 8·8 শতাংশ। 2004-05 সাল থেকে 2014-15 সাল পর্যন্ত এই হার হয় 9·9 শতাংশ। আবার অর্থনৈতিক সংস্কারের আগের দশকে (1980-81 থেকে

Scanned with CamScanner

1990-01) ভারতের বুনিয়াদী শিল্পের উন্নয়নের বার্ষিক হার ছিল 7·4 শতাংশ। কিন্তু অর্থনৈতিক সংস্কারের পর 1994-95 সাল থেকে 2004-05 সাল পর্যন্ত এই হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে 4·9 শতাংশ এবং 2004-05 সাল থেকে 2014-15 সাল পর্যন্ত এই হার হয় 5·3 শতাংশ।

মধ্যবর্তী পর্যায়ের দ্রব্যের শিল্প উন্নয়নের হার অর্থনৈতিক সংস্কারের আগের দশকে (1980-81 থেকে 1991-92) বার্ষিক হার ছিল 4·9 শতাংশ। অর্থনৈতিক সংস্কারের পর 1994-95 সাল থেকে 2004-05 সাল পর্যন্ত এই হার হয় 7·7 শতাংশ। কিন্তু 2004-05 সাল থেকে 2014-15 সাল পর্যন্ত 4·3 শতাংশ হয়। আবার ভোগদ্রব্য শিল্প উন্নয়নের হার অর্থনৈতিক সংস্কারের আগের দশকে (1980-81 থেকে 1991-92 সাল পর্যন্ত) ছিল 6·0 শতাংশ। অর্থনৈতিক সংস্কারের পর 1994-95 সাল থেকে 2004-05 সাল পর্যন্ত এই হার হয় 7·7 শতাংশ। কিন্তু 2004-05 সাল থেকে 2013-14 সাল পর্যন্ত 6·0 শতাংশ হয়।

ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রভাবে সংস্কার পরবর্তী সময়ে ভারতীয় শিল্পের যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় সেগুলি হল ঃ

(১) মূলধনী শিল্পের উন্নয়নের হার অর্থনৈতিক সংস্কারের পর বৃদ্ধি পেলেও এই হারে ওঠানামা বর্তমান।

(২) বুনিয়াদী শিল্পের উন্নয়নের হার কিন্তু অর্থনৈতিক সংস্কারের পর উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।

(৩) মধ্যবর্তী পর্যায়ের শিল্পের উন্নয়নের হার অর্থনৈতিক সংস্কারের পর বৃদ্ধি পেলেও হারে যথেষ্ট অস্থিরতা আছে।

(৪) ভোগ্যদ্রব্য শিল্পের উন্নয়নের হারও অর্থনৈতিক সংস্কারের পর বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে পরিবর্তিত আর্থিক পরিস্থিতিতে অনিশ্চয়তা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কারণে ভারতের শিল্প উন্নয়ন হারের কোনো স্থায়িত্ব নেই, এই হার সবসময়ই ওঠানামা করছে অর্থাৎ অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রভাবে ভারতীয় শিল্প উন্নতি-অবনতি পর্যায়ে অবস্থান করছে। প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক সংস্কারের পরবর্তীকালে শিল্প উন্নয়নের বার্ষিক গড় হার কিন্তু অর্থনৈতিক সংস্কারের দশকের (1980-81 থেকে 1991-92 সাল পর্যন্ত) তুলনায় (7·8) সব সময়ই ওঠা নামা আছে।

অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে ভারতীয় শিল্পের দ্রুত হারে উন্নয়ন ঘটবে বলে আশা করা হলেও তা কিন্তু বাস্তবায়িত হয়নি। তার কারণ হল তীব্র বৈদেশিক প্রতিযোগিতা, সরকারি ক্ষেত্রের বিনিয়োগ হ্রাস, বেসরকারি ক্ষেত্রে আশানুরূপ বিনিয়োগের অভাব, পরিকাঠামোগত সমস্যা, অনুন্নত মূলধন বাজার, আশানুরূপ রপ্তানি বৃদ্ধিতে ব্যর্থতা, অবৈজ্ঞানিক কর কাঠামো, বাজারের চাহিদার অভাব ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে 2008-09 সালের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ভারতীয় অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলেও বর্তমানে মূলধন বাজারের উন্নতি ঘটায় বিশেষ করে শেয়ার বাজারের উন্নতি হওয়ার পর তার সুফল শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রতিফলিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

■ ১৪.২. সংস্কার পূর্ববর্তী ও সংস্কার পরবর্তী সময়ে ভারতের শিল্প উন্নয়নের প্রকৃতির পরিবর্তন (Changes in the Industrial Pattern in India during Pre-reform and Post Reform Plan Period)

সংস্কার পূর্ববর্তী ও সংস্কার পরবর্তী সময়ে ভারতের শিল্প উন্নয়নের যে প্রচেষ্টা চলেছে তার ফলে শিল্প উন্নয়নের প্রকৃতির যে পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলি আলোচনা করা হল ঃ

(১) **মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (GDP) শিল্পক্ষেত্রের অবদান বৃদ্ধি ঃ** এই সময় কালে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে শিল্পক্ষেত্রের অবদান ক্রমশ বেড়েছে। 1950-51 সালে উপাদান ব্যয়ে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (1999-2000 সালের মূল্যমানে) মাধ্যমিক ক্ষেত্রের অবদান ছিল 15·0 শতাংশ। 1980-81 সালে এটি বেড়ে হয় 24·0 শতাংশ এবং 2016-17 সালে এটি বেড়ে 29·02 শতাংশ হয়।

(২) **পরিকাঠামো শিল্পের উন্নতি ঃ** *যে শিল্পগুলি সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশে শিল্প উন্নয়নে সাহায্য করে, সেগুলিকে পরিকাঠামো শিল্প বলে।* যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন, কয়লা, ইস্পাত, পেট্রোলিয়াম পরিশোধন, সিমেন্ট ইত্যাদি। এই সমস্ত শিল্পগুলির মধ্যে 1950-51 সালে ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল 5·1 বিলিয়ন কিলোওয়াট। 2017-18 সালে 29·4 বিলিয়ন কিলোওয়াট হয়। এই সমস্ত পরিকাঠামো শিল্পের উন্নতি অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করছে।

(৩) **ভারী ও মূলধনী শিল্পের প্রতিষ্ঠা ঃ** দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারী ও মূলধনী শিল্পগুলিকে

Scanned with CamScanner

অগ্রাধিকার দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত তৈরি করা হয়। 1950-51 সালে এই সমস্ত শিল্পের কোনো অস্তিত্বই ছিল না, কিন্তু বর্তমানে এই সমস্ত শিল্প দেশকে নানা দিক দিয়ে স্বনির্ভর করে তুলছে।

(৪) **শিল্প কাঠামোর বিস্তার ঃ** পরিকল্পনার শুরুতে চারটি মাত্র শিল্প (খাদ্যদ্রব্য, বয়ন, কাঠ ও আসবাবপত্র এবং লৌহ ধাতু) ভারতের মোট শিল্প উৎপাদনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উৎপাদন করতো কিন্তু 1990-91 সাল থেকে এই চারটি শিল্প ভারতের মোট শিল্প উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশেরও কম উৎপাদন করে। পরিকল্পনাকালে মোট শিল্প উৎপাদনে বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, লৌহ ও ইস্পাত, ধাতু এবং ধাতু নির্ভর দ্রব্য, কয়লা, পেট্রোলিয়াম, সিমেন্ট, বিভিন্ন ধরনের স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য, রাসায়নিক, পেট্রোকেমিক্যাল, পরিবহনের যন্ত্রপাতি উৎপাদনই যে শুধু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তাই নয়, বর্তমানে জ্ঞান শিল্পে (Knowledge Industry) ভারত বিশ্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে। বিজ্ঞান চর্চা ও প্রযুক্তির ব্যবহার, পারমাণবিক শক্তি, মহাকাশ পরিক্রমা সর্বস্তরেই ভারতের সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান বিশ্বে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল সূর্যোদয় শিল্প। এক্ষেত্রেও ভারত বিশ্বে একটি স্থান দখল করেছে। ভারতের তথ্য প্রযুক্তি (IT) এবং IT-enabled Business Process Outsourcing (ITES-BPO) ক্ষেত্রে উন্নয়নের হার দ্রুত।

(৫) **বর্তমান কালে স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনে দ্রুত বৃদ্ধি ঃ** আশির দশকের শুরু থেকে ভারতীয় অর্থনীতির উদারীকরণ শুরু হয় এবং 1991 সালে এই উদারীকরণ অর্থনৈতিক নীতিতে পরিণত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ। ফলে রেডিও, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার, সৌখিন মোটরগাড়ি, দ্বি-চক্র যান, স্টিল ফার্নিচার, ওয়াশিং মেশিন প্রভৃতির উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

(৬) **আশির দশকে রাসায়নিক, পেট্রোকেমিক্যাল ও সংশ্লিষ্ট শিল্পের উপর গুরুত্ব প্রদান ঃ** পরিকল্পনার শুরু থেকে আশির দশকের আগে পর্যন্ত ভারতের শিল্প উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল মৌল ধাতু, ধাতব দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতির (বৈদ্যুতিক ও অ-বৈদ্যুতিক)। এই সময়ে এই সমস্ত শিল্পের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আশির দশকে ভারতের শিল্প উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে রাসায়নিক, পেট্রো-কেমিক্যাল ও সংশ্লিষ্ট শিল্প। এই সমস্ত শিল্পের উৎপাদন আশির দশক থেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়তে থাকে, ফলে ভারতের শিল্প উৎপাদনে ধাতু, ধাতব দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতি শিল্পের গুরুত্ব কমতে থাকে।

(৭) **সরকারি ক্ষেত্রের উদ্ভব ঃ** পরিকল্পনা শুরুর আগে ভারতে সরকারি ক্ষেত্র ছিলই না বলা যায়। ভারতের শিল্পক্ষেত্র ছিল বেসরকারি ক্ষেত্রের হাতে। পরিকল্পনাকালে ভারতের শিল্পক্ষেত্রে সরকারের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটে। কিন্তু 1991 সালে ভারত সরকার অর্থনৈতিক উদারীকরণের নীতি গ্রহণ করায় এই সময় থেকে সরকারি ক্ষেত্রের পরিধি সংকুচিত হতে শুরু করেছে।

■ ১৪.৩. ভারতীয় শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা (Problem and Prospects of Indian Industry)

স্বাধীনতার পর ভারতের যে শিল্পোন্নয়ন ঘটেছে তা আশানুরূপ নয় এবং যেটুকু উন্নয়ন ঘটেছে তাতে আবার নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। ভারতীয় শিল্পের মূল সমস্যাগুলি আলোচনা করা হল ঃ

(১) **ঘোষিত লক্ষ্য ও প্রকৃত অগ্রগতির মধ্যে ব্যবধান ঃ** ভারতের শিল্পক্ষেত্রের একটি বড় সমস্যা হল ঘোষিত লক্ষ্য পূরণ না হওয়ার সমস্যা। আশির দশকে কেবলমাত্র শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণ হয়। এই দশক ছাড়া সমগ্র পরিকল্পনাকালে শিল্প উন্নয়নের যে লক্ষ্য স্থির হয়েছে প্রকৃত উন্নয়ন তা অপেক্ষা কম হয়েছে। প্রতিটি পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যের তুলনায় প্রকৃত অগ্রগতি গড়ে 20 শতাংশ কম হয়েছে।

(২) **উৎপাদন ক্ষমতার অপূর্ণ ব্যবহার ঃ** ভারতীয় শিল্পের এক দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা হল উৎপাদন ক্ষমতার অপূর্ণ ব্যবহার। ভারতের বহু শিল্পে 50 শতাংশ থেকে 60 শতাংশ উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার হয় না। উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার না হওয়ার কারণ হল বিদ্যুতের অভাব, চাহিদার অভাব, সরকারি নীতি, কাঁচামালের অভাব ইত্যাদি। এই সমস্যার জন্য শিল্পের অপচয় হয় এবং দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ও বেড়ে যায়।

(৩) **সরকারি ক্ষেত্রের ব্যর্থতা ঃ** অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকালে ভারতে সরকারি ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটে, কিন্তু এই সরকারি ক্ষেত্রের কাজের ত্রুটি গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করেছে। সরকারি ক্ষেত্রের সাফল্য শুধুমাত্র মুনাফার দ্বারা বিচার করা উচিত নয় ঠিকই, কিন্তু দিনের পর দিন সরকারি ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ যে হারে বেড়ে চলেছে তার জন্য সরকার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। সরকারি প্রতিষ্ঠান

Scanned with CamScanner

পরিচালনার ব্যাপারে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি, নানা ধরনের দুর্নীতি এবং উপযুক্ত দাম নীতির অভাব সরকারি ক্ষেত্রের ব্যর্থতার জন্য দায়ী। সরকারি ক্ষেত্রের সমস্যা এত প্রকট যে, বর্তমানে এগুলিকে বেসরকারিকরণের জন্য প্রচেষ্টা সরকারের পক্ষ থেকে শুরু হয়ে গেছে। সরকারের এই প্রচেষ্টা ঠিক কিনা এব্যাপারে যদিও অনেক মতভেদ আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া চলছে।

(৪) **আঞ্চলিক বৈষম্য :** শিল্প উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করার সরকারি নীতি বারে বারে ঘোষণা করা সত্ত্বেও আঞ্চলিক বৈষম্য বাড়ানোর সরকারি নীতি বাস্তবে গৃহীত হয়েছে। বেশির ভাগ শিল্প লাইসেন্স, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ঋণদানকারী সংস্থাগুলির শিল্প ঋণ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা শিল্পে উন্নত তিনটি রাজ্য মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং তামিলনাড়ুতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, ফলে ভারতের অন্যান্য রাজ্য শিল্প উন্নয়নের জন্য সুযোগ-সুবিধা থেকে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত হচ্ছে। যদিও শিল্পে অনগ্রসর রাজ্যে সরকারি বিনিয়োগ বেড়েছে এবং বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য বর্তমান কালের বাজেটে এই সমস্ত রাজ্যে বিনিয়োগের জন্য নানা ধরনের কর ছাড়ের সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা এই সমস্ত রাজ্যে বিনিয়োগে খুব বেশি অগ্রসর হচ্ছে না। সামাজিক স্থিরতা বজায় রাখার জন্য এই সমস্ত অনুন্নত অঞ্চলে শিল্প উন্নয়নের উপর আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া খুবই জরুরী।

(৫) **শিল্পরুগ্‌ণতা :** ভারতীয় শিল্পের আর এক সমস্যা হল শিল্পরুগ্‌ণতার সমস্যা, যেটি মূলত 70-এর দশক থেকে শুরু হয়েছে। বর্তমানে এই সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। উপযুক্ত মূল্যনীতির অভাব, কাঁচামাল সরবরাহের অভাব, বিদ্যুৎ ঘাটতি, শ্রমিক অসন্তোষ ইত্যাদিকে শিল্পরুগ্‌ণতার জন্য দায়ী করা হয়ে থাকে।

(৬) **বিলাস সামগ্রী উৎপাদনকারী শিল্প :** স্বাধীনতার পর বিশেষ করে আশির দশক থেকে ভারতে উচ্চ আয়সম্পন্ন ব্যক্তিদের ভোগ্যদ্রব্য, অর্থাৎ বিলাস সামগ্রী উৎপাদনকারী শিল্পের প্রসারের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে নিম্ন আয়ের ও দরিদ্র ব্যক্তিদের ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের উন্নয়ন অবহেলিত হয়েছে। ভোগ্যপণ্য দ্রব্যের উৎপাদন কাঠামোর এই ধরনের অসম বণ্টন অর্থনীতির দিক দিয়ে কোনো মতেই কাম্য হতে পারে না।

(৭) **উদ্ভূত পরিস্থিতি :** ভারত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (World Trade Organisation : W.T.O.) সদস্য হওয়ায় শুল্ক হ্রাস, ভর্তুকি প্রত্যাহার প্রভৃতি নিয়ম নীতির ফলে ভারতের বাণিজ্য সম্প্রসারিত হওয়ার কথা। কিন্তু এর সুফল ভারত কতটা অর্জন করতে পারবে তা নির্ভর করবে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ, উৎপাদন ব্যয় ইত্যাদির উপর। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা একদিকে যেমন বাণিজ্যের প্রসার ঘটাবে, তেমনি অন্যদিকে ভারতীয় শিল্প তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে। যেমন বর্তমানে ভারতের ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে সস্তায় চাইনিজ দ্রব্য বাজারে আসার ফলে।

উপসংহারে বলা যায়, ভারতে শিল্প উন্নয়নের কাজ পরিকল্পনার প্রথম থেকেই শুরু হয়েছে এবং বর্তমানে ভারত বহু ক্ষেত্রেই শিল্প উন্নতির উচ্চস্তর বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় শিল্প এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। এটি হল বিদেশি শিল্পের সঙ্গে অসাম্য প্রতিযোগিতা। তবে আশার কথা, ভারতীয় শিল্প বহু ক্ষেত্রেই এই সমস্যার সমাধান করার জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করছে এবং সরকারও আর্থিক ও রাজস্ব পদ্ধতির মাধ্যমে নানাভাবে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সাহায্য করছে। আশা করা যায়, ভারতীয় শিল্প আগামী দিনে সমস্ত সমস্যারই মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে এবং ভারতীয় অর্থনীতিকে শিল্পোন্নত অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করবে।

Scanned with CamScanner